তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ অক্টোবর ২০২১ নয়

দুর্গামায়ের নবমী তো আমাদের পরিবারেই

কেমন করে দুর্গাপুজো কাটান শর্মিলা ঠাকুর? দুর্গা মানে তাঁর কাছে ঠিক কী? তিনি নিজেই বা এই পুজোর সঙ্গে কীভাবে যুক্ত? সব সামনে এল তাঁর নিজের জবানীতেই।

দুর্গা–মা বলতে ঠিক কেমন বোঝায়? এক অতুলনীয় নারীশক্তি। সিংহের পিঠে আসীন, মহিষাসুরের বুকে তাঁর একটা পা তুলে দেওয়া। ঠিকরে নামছে তেজ। চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অসীম শক্তি। নারীত্বের এমন আশ্চর্য প্রকাশ দেবী দুর্গা ছাড়া আর কোথায়! ত্রিশূল দিয়ে বিদ্ধ করছেন মহিষাসুরকে। সেই ত্রিশূল ধরে রাখার মধ্যেও তুমুল দাপট তাঁর।

তবে শুধু শক্তি নয়, দেবী দুর্গা মানে নিখাদ মাতৃত্ব। মন উজাড় করা ভালোবাসা। তাঁর চার ছেলেমেয়ে সহ গোটা পরিবার নিয়ে দেবী যখন এসে দাঁড়ান সামনে, কে বলবে যে শুধুই তিনি মহিষাসুরমর্দিনী! দেবী তখন মা–ও তো বটে।

দুর্গা রূপের মধ্যে এই দুই ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করাটাই সবচেয়ে বেশি প্রকট। অসুরদলনী এবং মা। শুধুই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী নন, আশ্রয়ও বটে। তাঁর কাছে নির্ভয় হওয়া যায়।

এই যে দ্বিবিধ ভাবের সম্মিলিত প্রকাশ, এই কারণেই দুর্গা রূপটি আমার এত প্রিয়। তাছাড়া দুর্গাপুজোর আর এক বিশেষ দিকও রয়েছে। সে দিকটা অবশ্য সর্বজনীন নয়। শুধু আমাদের পরিবারের জন্য।

এই দুর্গাপুজোর সময়ই আমাদের বৃহত্তর পরিবারে এসেছে সমৃদ্ধি। আনন্দ। শুভ মুহূর্ত। নাম তার ইনায়া। সোহা আর কুণাল খেমুর মেয়ে। আমার নাতনি। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন তার জন্ম। ডাকনামে ওকে আমরা সে কারণেই নবমী বলে ডেকে থাকি মাঝেমধ্যে। আমাদের কাছে ও মা দুর্গার আশীর্বাদ।

আমার কাছে দুর্গাপুজো এ–ই। এখন বহুদিন আর প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা হয় না। তবে উদযাপনটা করি নিজের মতো করে। দুর্গাপুজোর উদযাপন মানে তো নিজের মধ্যে মহাশক্তির উদ্বোধন।

অনুলিখন মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শর্মিলাকে প্রেরণা মানেন করিনা

নিজে যে শুধু মহাশক্তির উদযাপন করেন, তা নয়। তাঁর পুত্রবধূকেও শক্তিময়ী হয়ে ওঠার পরামর্শ দেন শর্মিলা ঠাকুর। করিনা কাপুর খান তাঁর 'প্রেগনেন্সি বাইবেল' বইতে জানিয়েছেন, গর্ভবতী অবস্থায় এবং সন্তান জন্মানোর পরেও সমানভাবে তাঁকে কাজে উৎসাহ দিয়ে গেছেন তাঁর মা ববিতা আর শাশুড়ি–মা শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলা তাঁকে বলেছেন, তাঁর যা করতে ইচ্ছে করছে, তিনি তাই করতে পারেন। তবে যা করুন, আত্মবিশ্বাসটা যেন বজায় থাকে। যে কাজে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন না, সে কাজ তাঁর করা উচিত নয় বলে গর্ভবতী পুত্রবধূ করিনাকে বুঝিয়েছিলেন শর্মিলা। করিনা কাপুর খান আরও জানিয়েছেন, তাঁর মা এবং শাশুড়ি–মা দুজনেই তাঁর কাছে আদর্শ। বিশেষ করে দুই সন্তান হয়ে যাওয়ার পরও যেভাবে শাশুড়ি–মা শর্মিলা ঠাকুর নিজের কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তেমন নজির তাঁকে প্রেরণা দেয় বলে জানিয়েছেন করিনা।

পুজোয় বন্ধুবাড়ি : জয়া

সটান বলে দিলেন জয়া এহসান। তারপরেই হাসলেন প্রাণ খুলে। পাতপেড়ে খাওয়ার মতো করেই চেটে চেটে কলকাতার পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন তিনি। 'চারদিকে আলো, মাইক, রাস্তায় ছাতিমের গন্ধ, রাতারাতি চেনা শহরটা বদলে যায়। ভীষণ ভালো লাগে। খুব ঘুরি, আনন্দ করি। এবারও পুজোয় কলকাতাতেই থাকব।' বললেন জয়া। পুজোয় খাওয়া একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তাঁর কাছে। তিনি খাদ্যরসিক এবং বিশ্বাস করেন খাওয়া ছাড়া পুজো হয় না। 'অনেক বন্ধুর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন পেয়েছি। যে ভালো খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তার বাড়িতেই যাব। তবে যাইই খাই, শেষ পাতে মিষ্টি আমার চাই–ই।' বলেছেন তিনি। পুজোর সাজ বলতে তাঁর কাছে শাড়ি। 'অন্য পোশাকও পরি। খুব সাজব, ঘুরব, নতুন করে দেখে নেব এই শহরটাকে।' করোনার আঁচ এখনও আছে। তাই সাবধানতার কথাও বলেছেন। 'মা এসেছেন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো। আমরা আবার হাসব, আবার বাঁচব স্বাধীনভাবে।' বলেছেন জয়া।

'পুজোয় প্রেম হয়নি'

মজা করেই বলছেন সন্দীপ্তা সেন। পুজোর অভিজ্ঞতা বলতে প্রথমেই ওই প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার কথা বলেন। তারপরেই সেই প্রশ্ন, 'প্রেমে পড়েছিলেন?' হেসে গড়িয়ে বললেন, 'কোথায় হল! ম্যাডক্স স্কোয়ারে ঠাকুর দেখতে গিয়ে ছেলেদের দেখতাম। যারা আমাকে দেখত, আমি তাদের দেখতাম না। আমি তখন অন্যদের দেখছি। ব্যস, আর কী করে প্রেম হবে!' তারপরেই যোগ করলেন, 'বড়বেলাতেও কখনও কোনও প্রেম হয়নি।' এবারের পুজোয় বিশেষ প্ল্যান আছে তাঁর। পুজোয় আড্ডা, ঘোরাঘুরি এসবের ইচ্ছে আছে। 'আবার এটাও ঠিক, পুজো ছাড়া কোথাও বেড়াতে যাওয়াও যায় না। তাই এবার দক্ষিণ ভারত যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্য।' জনালেন তিনি। খেতে খুব ভালোবাসেন। পুজোয় খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে কোনও সমঝোতা নয়। যা ইচ্ছে তাই খান। 'যোগ আমার বন্ধু। নিয়মিত করি। এই সময় ওজন একটু বাড়লেও চিন্তা করি না।' বলেছেন সন্দীপ্তা।

সরে এলেন অমিতাভ

দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সিদ্ধান্ত নিলেন অমিতাভ বচ্চন। চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন একটি পান মশলার বিজ্ঞাপনের জন্য। সেই চুক্তি তিনি বাতিল করলেন এবং এর জন্য পাওয়া টাকাও ফিরিয়ে দিলেন। এই বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে। বিজ্ঞাপনে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হয়েছিলেন অমিতাভ। এই সিদ্ধান্তের পিছনের কারণ হিসেবে তাঁর টিম বলেছে, তিনি চুক্তিবদ্ধ হবার সময় জানতেন না এই ব্র্যান্ড সারোগেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের অধীন, যারা তামাক–সিগারেটের প্রচার করে। তাই তিনি চুক্তি বাতিল করলেন। তাঁর কাছে এই বিজ্ঞাপনে না–থাকার জন্য জাতীয় তামাক বিরোধী কাউন্সিলও অনুরোধ করেছিল।

উল্লেখ্য, সোমবার ছিল বিগ বি–র ৭৯তম জন্মদিন। জন্মদিনে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়স বিভ্রাট ঘটিয়ে ফেলেন, শুধরে দেন কন্যা শ্বেতা।

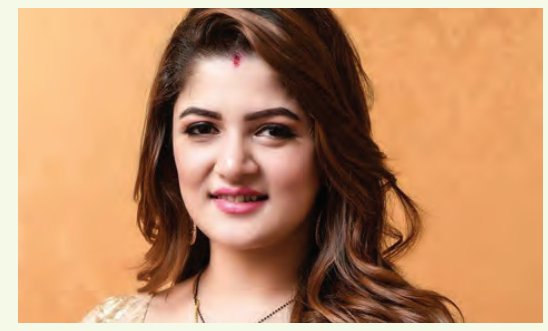

খোরপোষ চাইলেন শ্রাবন্তী

সেপ্টেম্বর মাসে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করেছেন, এখন জানা গেছে, শ্রাবন্তীর স্বামী রোশন সিং–এর কাছ থেকে খোরপোষ দাবি করেছেন। রোশন জানিয়েছেন, তিনি এই মর্মে কোনও নোটিস পাননি, তাই তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না। রোশন যদিও গোড়ার দিকে শ্রাবন্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাকে বাঁচাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু শ্রাবন্তী জানান, সেটা সম্ভব নয়। পরে রোশন দাবি করেন, তাঁর সম্পর্কে শ্রাবন্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাঁর চেহারা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অভিনেত্রী। এমনকী তিনি বলেছেন, রোশন তাঁর কাছ থেকে এক কোটি টাকা নিয়েছেন, রোশন এইসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সম্প্রতি নাগা চৈতন্য আর সামান্থার ডিভোর্স নিয়ে সরগরম ছিল ফিল্মি মহল, তাতে এবার ঢুকে পড়লেন শ্রাবন্তী–রোশনও।

জেল হেফাজতেই শাহরুখ পুত্র

হপ্তাখানেক আগে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরিয়ান খান। গত বৃহস্পতিবার আরিয়ানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের আদেশ দেয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট।

আরিয়ানের আইনজীবী সোমবার প্রশ্ন তোলেন, কেন এতদিন গ্রেপ্তারির পরেও মাত্র একদিন আরিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? সোমবার বিচারক জানান, আগামী বুধবার পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে আরিয়ানকে। বুধবার তাঁর আগামী শুনানি।

যশই স্বামী, স্বীকার নুসরতের

নুসরত ও যশ। দুজনের সম্পর্ক, সন্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে অবশেষে সেই বিতর্কে ছেদ পড়তে চলেছে, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের কথা, এমনকী বিয়ের কথাও স্বীকার করেছেন নুসরত। রবিবার ছিল যশের জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটি শুরু হয় মাঝরাতে কেক কেটে। ইনস্টাগ্রামে যশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান নুসরত। একসঙ্গে একাধিক কেকও কাটেন। সাদা ও চকলেট রঙের দুই লেয়ারের কেকের একটি লেয়ারে লেখা 'হাজবেন্ড' ও অন্যটিতে লেখা 'ড্যাড'। একইসঙ্গে দুজনের ছবি পোস্ট করে নুসরত লিখেছেন 'হ্যাপি বার্থডে মাই লাভ'।

উল্লেখ্য, পুত্রের জন্মের পর বাবা যশের এই প্রথম জন্মদিন।

পুজোয় গোলন্দাজ

ব্রিটিশ শাসনে নেটিভরা কি মানুষ পদবাচ্য ছিল? না। তার উপর তাদের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানো মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনা। কিন্তু নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জাতটা অন্যকম ছিল। ইংরেজদের অপমান, অবহেলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ফুটবলকে হাতিয়ার করে। খালি পায়ে খেলা, তাতে পরিকল্পনা, বুদ্ধি, পরিশ্রমকে মিলিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বাঙালি পারে। সেই পারার গল্পই আসছে এবারের পুজোয়। ছবির নাম 'গোলন্দাজ'। এবং নগেন্দ্রপ্রসাদের চরিত্রে দেব। এমন চরিত্র, এমন গল্প, এবং তাতে দেব—সবই দর্শকদের কাছে নতুন আর তাই দেখার জন্য অপেক্ষাটাও অমলিন। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনায় এসভিএফ।

'আমি কোনও ডকুমেন্টারি বানাইনি। আবার এটা বায়োপিকও নয়। অন্য স্বাদের ছবি গোলন্দাজ।' বলেছেন ধ্রুব।

বাঙালির ফুটবল উন্মাদনার শুরু, তার দীর্ঘ ইতিহাস, এতে নগেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা, কীভাবে নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, সাহস, ভালোবাসা দিয়ে ফুটবলকে বাংলা এবং ভারতের মানুষের সম্মানের প্রতীক করে তুলেছেন, তারই কথা বলবে 'গোলন্দাজ'। জীবনের সেরা চরিত্রচিত্রণে দেব। ঈশা সাহা তাঁর স্ত্রী কমলিনীর চরিত্রে। নগেন্দ্রপ্রসাদের বাবা সূর্যকুমারের চরিত্রে গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য। ভার্গব নামে এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর ইতিহাসে এই প্রথম

বারো ইয়ারি উপন্যাস 'বজ্রমানিক'। প্রকাশ পেয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর গৌরবময় ৪০ বছরে। কলম ধরেছিলেন উত্তরের বিশিষ্ট ১১ জন লেখক। উপন্যাসের শেষ পর্ব লিখেছিলেন প্রিয় পাঠক–লেখকরা। সেরা ৬ লেখকদের কলমে এবার ধারাবাহিক অণু উপন্যাস।

ষড়রিপু
কাম–ক্রোধ–লোভ–মোহ–মদ–মাৎসর্য্য
প্রতি পর্বে নতুন রং, নতুন স্বাদ

আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে রংদার রোববার–এ

কলমে, উত্তরের ৬ নবীন সাহিত্যিক

সুজিত দাস

দেবপ্রিয়া সরকার

হিমি মিত্র রায়

সুধাংশু বিশ্বাস

শুভ্র মৈত্র

অগ্রদীপ দত্ত

স্মৃতির তাড়া আর ভিড়ের তাড়া যার কাছে পুজো যেরকম

কেউ স্বেচ্ছায় বাইরে কাটান, তো কেউ স্মৃতির জ্বালায়। স্মৃতি আসলে ভালো তো বেশ ভালো। নইলে মন্দ যখন হয়, কিছু কম পোড়ায় না। সেই পোড়া থেকে বাঁচতে শহরের পুজো ফেলে রেখে চলে যান দূরে। স্মৃতি থেকে এভাবেই পালিয়ে বেড়ান শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

ছোটবেলায় জমিয়ে পুজো করতেন। পুরনো সময়ের সব ছোটরাই যে কাজটা করত আর কি! শাশ্বত তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাবের ঠাকুর আনা থেকে ঠাকুর বিসর্জন, কি না করেছেন। যদিও ঠাকুর বিসর্জনে তাঁর বাবা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সায় ছিল না একেবারেই। কারণ গঙ্গার ঘাটগুলো তখনও বাঁধানো হয়নি। তবু নাছোড় ছেলে প্রতিবছরই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বিসর্জনে গেছেন।

ওই যে, ক্লাবের পুজোর প্রতি এমন অদ্ভুত টান তাঁর, এসব না করে থাকতেও পারেননি। তারপর চোরা চোখের টানটাও কিছু কম নাকি! পুজো আসবে, পুজো যাবে, আর তিনি প্রেমে পড়বেন না, তা হয় কখনও!

তাহলে সবই তো ছিল। সবই তো হত। কিন্তু স্মৃতি এমন দহনের কেন?

পোড়ার স্মৃতি যে! অষ্টমীর দিন মণ্ডপ সহ গোটা প্রতিমা চোখের সামনে পুড়ে ছারখার। তারপর থেকে আর থাকেননি পুজোর শহরে। থাকতে পারেননি শাশ্বত। সেই ধারা এখনও চলছে।

তবে ঋত্বিক চক্রবর্তীর কিন্তু দুর্গাপুজো নস্টালজিয়াটাই নেই। আছে শুধু ভিড়ের ভয়। হুজুগের ভয়। এই দুটোই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একদম যায় না। তাই সরে যান বরাবর। কটাদিন একটু নিরালা নিরিবিলির টানে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন মাতামাতি শুরু হওয়ার অনেক আগেই। ঋত্বিকের বেরিয়ে পড়া মানে হয় জঙ্গল, নইলে পাহাড়। যেখানে ঢাকের শব্দ পৌঁছয় না, সেখানেই পাড়ি জমান তাঁরা। ঋত্বিকের কাছে এই ক'টা দিন পুজোর ছুটি নয়—শুধু ছুটি।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অমিত মজুমদার, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha